

করোনাভাইরাস প্রাদুর্ভাবের সময় ভালো থাকার জন্য ডিমেনশিয়া
থাকা কোন ব্যক্তির সাহায্য



একজন আত্মীয় বা বন্ধুবান্ধবকে দেখভাল করেন এমন সব
পরিবারের সদস্যদের জন্য পাঁচটি মূল বার্তা

করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব প্রত্যেকের উপর একটি বাড়তি চাপ সৃষ্টি করেছে, তবে সেটি বিশেষত তাদের উপর যারা একজন ডিমেনশিয়া ব্যক্তির দেখাশুনা করেন। সবকিছু আরও সুন্দরভাবে গুছিয়ে নেবার কাজটি যাতে সহায়ক হয় সেজন্য এখানে সহজ কতগুলো পরামর্শ প্রদান করা হল। প্রত্যেকের পরিস্থিতি ভিন্ন ভিন্ন, সেজন্য আপনার পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে এসব কিছু কিছু পরামর্শ আপনার জন্য হয়ত কাজে লাগতে পারে।

এই লিফলেটে ‘কেয়ারার’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তাদেরকে বুঝাতে যিনি বা যেসব পরিবারের সদস্য বা বন্ধুবান্ধব তাদের ডিমেনশিয়া থাকা কোন পরিবারের সদস্য বা বন্ধুকে দেখাশুনা করছেন।

আমরা এই পরিস্থিতি থেকে বের হয়ে আসব এবং আমরা আবারো একত্রিত হব



সুস্থ ও ভালো থাকুন

সুস্থ থাকার ব্যাপারে সরকারের নির্দেশনাটির পর, যার মধ্যে কেয়ারারদের ব্যাপারেও নির্দেশনা রয়েছে যেটি কেয়ারারস ইউকে ওয়েবসাইটে রয়েছে, আপনি একটি পরিকল্পনা তৈরি করুন যে আপনি অসুস্থ হলে আপনার করণীয় কী পাশাপাশি আপনার পক্ষে সব কিছু সামলানো মুশকিল হলে আপনি কার সাথে কথা বলতে পারবেন সেটি নিয়ে চিন্তা করুন।



সংযুক্ত থাকুন

পরিবার ও বন্ধুবান্ধবদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করুন এবং আপনি যার দেখাশুনা করছেন তাকেও এই একই জিনিষটি করতে উৎসাহ প্রদান করুন।



নিজের জন্য কিছু করার উপর জোর দিন

আপনি যা যা করতে চান সেটি ও আপনি উপভোগ করেন এমন কিছু কিছু জিনিষের একটি তালিকা প্রস্তুত করুন এবং আপনার কাছে ভালো লাগে এমন কিছু করার জন্য প্রতিদিনের একটি রুটিন প্রস্তুত করুন। এর মধ্যে হতে পারে আপনার শখের জিনিষগুলো করা বা পুরনো কোন কিছুকে আবার নতুনভাবে আবিষ্কার করা।



সক্রিয় থাকুন

যা যা করলে আপনার ভালো লাগে সেগুলো নিয়ে আপনি সক্রিয় থাকুন। সম্ভব হলে প্রতিদিন বাইরে কিছু ব্যায়াম করুন বা সম্ভব না হলে ঘরের ভিতরে করুন।



ইতিবাচক থাকুন

একজন কেয়ারার হিসাবে কাজ করার জন্য যে একটি মানসিক চাপ ও হতাশার মুখোমুখি হতে হয় বর্তমান পরিস্থিতি এটিকে আরও কঠিন করে তুলতে পারে। আপনি একাকী ভুগবেন না। দরকার হলে সহায়তা চান এবং আপনার নিজের জন্য সময় বের করুন।

আরও পরামর্শের জন্য পড়তে থাকুন...

সুস্থ ও নিরাপদ থাকা

- সর্ব প্রথম ও সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল আপনার নিজেকে এবং আপনি যাকে দেখাভাল করছেন তার সুস্থতা ও নিরাপদে থাকা। কীভাবে এটি অর্জন করা সম্ভব সে ব্যাপারে সরকারী নির্দেশনা ও সুনির্দিষ্টভাবে কেয়ারারদের ব্যাপারে পরামর্শ কেয়ারারস ইউকে ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
- দুর্ভাগ্যক্রমে আপনি যদি অসুস্থ হয়ে যান সেজন্য আগেভাগে পরিকল্পনা করে নিন যার মধ্যে রয়েছে যে ধরনের সেবা ও সহায়তা দরকার সেটি এবং যেসব লোক সাহায্য করতে পারবেন তাদের সাথে যোগাযোগের বিবরণ- দরকার হলে এগুলো হালনাগাদ করতে ভুলবেন না।
- কোন কিছু আপনার আয়ত্তের বাইরে চলে গেলে আপনি কাদের সাথে কথা বলতে পারবেন সেটি নিয়ে চিন্তাভাবনা করুন, এটি হতে পারে আপনার বন্ধুবান্ধব বা পরিবারের সদস্য, আপনাকে সাহায্য করে থাকে এমন একটি স্থানীয় প্রতিষ্ঠান, কেয়ারার্স ইউকের কোন ব্যক্তি, আপনার স্থানীয় কাউন্সিলের অ্যাডাল্ট কেয়ার সার্ভিস বা সম্ভবত আপনার এলাকার কোন গির্জা বা মন্দির থাকে তাহলে তারা।



- আপনি যাকে দেখাশুনা করছেন তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য বাসার মধ্যে নজরে পড়ার মত জায়গায় কিছু নির্দেশনা রাখুন, এর মধ্যে সুস্থ ও নিরাপদ থাকা ও নিয়মিত হাত ধোয়ার ব্যাপারে নির্দেশনাও অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া নিরাপত্তা সুরক্ষা সংক্রান্ত পদক্ষেপ 'উদাহরণ' দিয়ে দেখালে সেটি কাজে লাগতে পারে যেমন আপনি যখন আপনার নিজের হাত ধোবেন তখন এটি নিয়ে কথা বলা।
আপনি যাকে দেখাশুনা করেন তার সাথে যদি আপনি বসবাস না করেন...
- প্রযুক্তি কীভাবে সাহায্য করতে পারে সেটি নিয়ে চিন্তাভাবনা করুন। এর মধ্যে হতে পারে একটি পেন্ডেন্ট অ্যালার্ম, বা একটি ক্যামেরা সিস্টেম যেটি স্মার্ট ফোন অ্যাপের সাথে সংযুক্ত করা যায়। এছাড়া সুনির্দিষ্ট একটি সময়ে আপনার খাবার দাবার ও ঔষধপত্র ডেলিভারির জন্য অনলাইনে সেটি নির্ধারণ করতে পারেন। আপনার স্থানীয় কাউন্সিল বা যে প্রতিষ্ঠানটি আপনাকে সহায়তা করে তাদের হ্যাত একটি কমিউনিটি ভলিউন্টরিয়ার গ্রুপ রয়েছে যারা আপনাকে সাহায্য করতে পারবে।

সংযুক্ত থাকা বা যোগাযোগ রক্ষা করা

- আপনার বন্ধুবান্ধব ও পরিবারের সদস্যদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করুন। যাদেরকে কল করবেন তাদের বিবরণ ও কখন কল করবেন সে ব্যাপারে একটি তালিকা তৈরি করুন। মনে রাখবেন আপনি এখনও আপনার প্রতিবেশীদের সাথে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে কথাবার্তা বলতে পারবেন। এছাড়া আপনি আপনার বাসার বাইরের অন্য কারোর সাথেও ২ মিটার (৬ ফুট) দূরত্ব বজায় রেখে দেখা করতে পারবেন।
- আপনার যদি একটি স্মার্ট ফোন থাকে তাহলে অন্যদের সাথে যোগাযোগ রক্ষার জন্য হোয়াটসঅ্যাপের মত গ্রুপ ভালো উপায় হতে পারে। আপনি অনলাইনে স্কাইপ ও জুম ব্যবহার করে আপনার পরিবারের সদস্য ও বন্ধুবান্ধবদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারেন। একইভাবে, আপনার কমিউনিটির অন্যান্য মানুষদের সাথে আপনার ভালো লাগার বিষয়গুলোর উপর অনলাইন গ্রুপ বা আলোচনার ফোরাম পেতে পারেন। তাদের সাথে স্কাইপ বা জুমের মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপনে সাহায্য করতে পারেন এবং তাকে তাদের ছবিগুলো দেখান।
- আপনি যাকে দেখাভাল করেন তাকে অন্যান্যদের সাথে ফোন কল, চিঠি পত্র, ইমেইল ও ভিডিও কলের মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য সাহায্য করবেন। তাদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের ব্যাপারে তাদের সাথে কথা বলুন এবং তাদের সাথে ছবিগুলো বের করে দেখুন এবং সাজিয়ে রাখুন। অন্য দেশে তাদের কোন বন্ধুবান্ধব বা পরিবারের সদস্য থাকলে আপনি তাকে



- তাকে আশ্বস্ত করুন যে তিনি নিরাপদ ও ভালো আছেন এবং তাদের অতীত জীবন ও সময়গুলো নিয়ে স্মৃতিচারণ করুন। তারা যে বিষয়টি পছন্দ করে সেগুলো নিয়ে কথা বলুন। কোন কিছু যদি বার বার বলার দরকার হয় তারপরেও সেটি চেষ্টা করুন এবং ধৈর্য ধরুন। তিনি যদি কোন মানুষ, স্থান এবং সময়ের ব্যাপারে তাল গোল পাকিয়ে ফেলেন তাহলে সেগুলো সংশোধন করে দেয়া এড়িয়ে চলুন যদি এটিতে তিনি আরও মন খারাপ করেন বা বিরক্ত হয়ে যান।
- সহায়তা ও পরামর্শের জন্য আপনি অনেকের কাছে যেতে পারেন, যেমন আপনার সাহায্যকারী স্থানীয় প্রতিষ্ঠান, বা আলজেমিরস সোসাইটির ডিমনেশিয়া কানেক্ট সাপোর্ট লাইন (আপনি তাদেরকে কল করলে, অনুবাদ বা দোভাষী সহায়তার দরকার হলে পাওয়া যাবে)।
আপনাকে যাকে দেখাশুনা করেন তার সাথে যদি বসবাস না করেন...
- তার সাথে যতটুকু সম্ভব আপনি যোগাযোগ রক্ষা করুন এবং অন্যান্য বন্ধুবান্ধব ও পরিবারের সদস্যদেরকেও সেটি করতে বলুন। এ ব্যাপারে একটি রোটা তৈরি করা হলে সেটি কাজে আসতে পারে কারণ এর ফলে তিনি সারাদিন ব্যাপী কারো সাথে না কারো সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করতে পারবেন।
- অন্যান্যরা হয়ত দূরে থেকে তার সাথে হয়ত সামাজিকভাবে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারবেন, যেমন একজন প্রতিবেশী, তার ধর্মীয় সম্প্রদায়ের কেউ বা বিশ্বস্ত একটি কমিউনিটি গ্রুপ। মনে রাখবেন আপনি যাকে দেখাশুনা করছেন তার সাথে নতুন কাউকে পরিচয় করে দিলে সেটি তার জন্য বিভ্রান্তিকর হতে পারে।



নিজের জন্য কিছু করার উপর জোর দিন

- প্রতিদিনের কর্মকাণ্ডের জন্য একটি পরিকল্পনা তৈরি করুন। আপনার দিনটিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সময়ে ভাগ করে নিন এবং আপনার কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা তৈরি করুন- এগুলো আপনার পরিচিত জিনিষপত্র হতে পারে বা নতুন কোন কিছু হতে পারে। আপনি যেসব জিনিষ করতে বেশী ভালোবাসেন সেগুলোর সাথে নিত্যদিনের কাজ রদবদল করে নিন।
- আপনি কী কী পরিকল্পনা করেছেন সেগুলোর একটি ক্যালেন্ডার তৈরি করলে বা হোয়াইট বোর্ডে লিখে রাখলে সেটি আপনার পরিকল্পনাগুলোকে মনে করিয়ে দেবার জন্য সহজ হতে পারে।
- বাসাবাড়ির যেসব কাজ আপাতত করার দরকার নেই সেগুলোতে আপনার 'কাজের তালিকা' থেকে বাদ দিতে টিক চিহ্ন দিয়ে রাখুন। আপনি এমনকি আপনার নিজেকে আরও কিছুটা সময় দিতে পারেন যেমন আরাম করে গোসল করা, আপনার প্রিয় খাবার রান্না করা বা আপনার প্রিয় পানীয় পান করা।
- আপনার বাসার জিনিষপত্রগুলোকে আবার 'নতুন ভাবে আবিষ্কার' করার চেষ্টা করুন, যেমন ছবি ও গহনাগুলোকে দেখা এবং কীভাবে আপনি এগুলো পেলেন সেটি নিয়ে কথা বলা, আপনি যেসব বই বা সঙ্গীত পছন্দ করেন সেগুলো আবার পড়া বা শোনা, জিগ স্ পাজল খেলা বা ডমিনোস বা কার্ডের মত গেমগুলো খেলা।

- আপনার দুজনের যদি নির্দিষ্ট কোন ধর্ম বা বিশ্বাস থাকে তাহলে আপনি আপনার ধর্মের প্রার্থনা ও মিটিং এর ব্যাপারে অনলাইনে তথ্য পেতে পারেন। 'গির্জা, মসজিদ বা মন্দির'ে যাবার জন্য আপনার একটি সময় বের করতে পারবেন। আপনি যদি একাকী প্রার্থনা করেন তাহলে আপনি যাকে দেখাশুনা করেন তাকে ব্যস্ত রাখার জন্য এমন কিছু একটি খুঁজে বের করুন যাতে প্রার্থনার সময় আপনার মনোযোগ বিচ্ছিন্ন না হয়।
- আপনার প্রতিদিনের কর্মতালিকার মধ্যে আপনার প্রিয় টিভি ও রেডিও প্রোগ্রামগুলো উপভোগ করার জন্য একটি পরিকল্পনা তৈরি করুন এবং আপনি বা আপনার দেখাশুনার আওতায় থাকা ব্যক্তিটি উপভোগ করেন সেসব প্রোগ্রামের অন ডিম্যান্ড সার্ভিস সম্পর্কে জেনে নিন।
আপনি যাকে দেখাশুনা করেন তার সাথে যদি আপনি বসবাস না করেন...
- উপরে প্রদত্ত পরামর্শের তালিকায় থাকা কিছু কিছু জিনিষ করার জন্য আপনি আপনার তত্ত্বাবধানে থাকা ব্যক্তিটিকে উৎসাহ প্রদান করুন। বিকালে তার কাছে ফোন করে আপনি জেনে নিতে পারেন পরের দিনে তার পরিকল্পনা কি, তাকে আপনি কিছু ব্যাপারে সুপারিশ করতে পারেন এবং স্মরণ করিয়ে দিতে পারেন যেমন ডেলিভারির ব্যাপারে। আপনি বা অন্যরা তাদেরকে নিয়মিত কল করলে ক্ষণে ক্ষণে তাদের দিনটি যাবে এবং নতুন একটি কর্মকাণ্ড শুরু করার কথা তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়া যেতে পারে।



সক্রিয় থাকা

- পর্যাপ্ত পরিমাণ ব্যায়াম করা নিশ্চিত করুন। সম্ভব হলে প্রতিদিন একবার বাইরে হাটতে যান বা বাসার ভেতরে ব্যায়াম করার উপায় বের করুন। যদিও বেশী চাপ নিবেন না – প্রতিটি সেশনের আগে ও পরে শরীরের সাথে মানিয়ে নিবেন এবং আস্তে আস্তে সময় ও মাত্রা বাড়িয়ে নিবেন।
- আপনি যে ব্যক্তিকে সহায়তা করছেন নিয়মিত ব্যায়াম করার জন্য তাকে সহায়তা প্রদান করুন। আপনার একটি বাগান থাকলে সেখানে কাজ করা উপযুক্ত হতে পারে তবে এছাড়া আরও অনেকগুলো সহনীয় শারীরিক কর্মকাণ্ড করা যায় যেগুলো অনলাইন টিভি বা ব্রেকফাস্ট প্রোগ্রামে দেখানো হয়। এগুলো যদি আপনার জন্য উপযুক্ত ও যথার্থ মনে হয় তাহলে আপনি একটি গান চালু করে নেচে নিতে পারেন।



- আপনি যে ব্যক্তিটিকে দেখাশুনা করছেন উদাহরণস্বরূপ তার সাথে আপনি হাটতে যেতে পারেন, দোকানে, গির্জা বা একটি কফি শপে যেতে পারেন। তবে, মনে রাখবেন আপনার যদি বাইরে যেমন কোন দোকানে যান তাহলে সেখানকার প্রযোজ্য বিধি অনুযায়ী আপনাদের উভয়কেই একটি ফেস কভারিং পরতে হবে। আপনার দেখভালের আওতায় থাকা ব্যক্তিটির জন্য যদি ফেস কভারিং পরা অসুবিধাজনক হয় তাহলে তাদেরকে এটি পরতে হবে না। তবে মনে রাখবেন অন্যান্য লোকজনদের থেকে দুই মিটার দূরত্ব (ছয় ফুট) বজায় রাখবেন।

আপনি যাকে দেখভাল করেন তার সাথে যদি বসবাস না করেন...

- নিরাপদ ও উপভোগ্য যে কোন উপায় অনুসরণপূর্বক সক্রিয় থাকতে তাকে উৎসাহ দিন। আপনি যদি তার সাথে ভিডিও লিংকের মাধ্যমে কথা বলতে পারেন তাহলে আপনি আপনার নিজের ব্যায়ামের সেশনগুলো তার সাথে শেয়ার করতে পারেন। বয়স্ক লোকেরা প্রায়শই অল্প বয়স্ক লোকজনের সঙ্গ পছন্দ করেন এবং তাদের সাথে আনন্দ উপভোগ করতে চান, সুতরাং ব্যক্তিটির নাতি নাতিন বা অল্প বয়স্ক কোন আত্মীয় স্বজনকে এর সাথে সম্পৃক্ত করুন।

ইতিবাচক থাকা

- স্বাভাবিক সময়েও একজন কেয়ারার হিসেবে কাজ করা অনেক কঠিন ব্যাপার হতে পারে, তবে ইতিবাচক থাকতে হলে বর্তমানে আপনাকে অনেক বেশী চেষ্টা করতে হবে এবং ইতিবাচক থাকতে হবে। এটি করার মাধ্যমে আপনি নিজে এবং আপনি যাকে সহায়তা করছেন তিনিও এই কঠিন সময় মোকাবেলা করতে সক্ষম হবেন। এটি বলার চেয়ে করা কঠিন বটে, সুতরাং আপনি যদি হিমশিম খান তাহলে আপনার পরিচিত কারো সাথে কথা বলুন বা আপনার সাহায্যকারী স্থানীয় প্রতিষ্ঠান, বা কেয়ারার্স ইউকে বা আপনার স্থানীয় কাউন্সিলের অ্যাডাল্ট সোশ্যাল কেয়ার টীমকে কল করুন।
- আপনি যদি টাকা পয়সা নিয়ে চিন্তিত থাকেন তাহলে বেনিফিটের ব্যাপারে এবং এটি কীভাবে ক্লেইম করতে হয় সে ব্যাপারে তথ্য পাবেন www.carersuk.org/help-and-advice/financial-support/help-with-benefits and www.gov.uk/carers-uk এ।
- আপনার যদি সুনির্দিষ্ট কোন ধর্ম বা বিশ্বাসের মানুষ হন তাহলে প্রার্থনা, ধ্যান বা ধর্মীয় আচার উৎসব উদযাপন করার মাধ্যমে আপনি উপকার পেতে পারেন।



- প্রতিদিন কিছু কিছু উপভোগ্য কর্মকাণ্ড করার চেষ্টা করুন, এবং ধরে নিন যে দিনটি আরও খারাপ হতে পারে, যেমন আপনি যাকে দেখাশুনা করছেন তিনি আরও বেশী উত্তেজিত বা মন খারাপ করতে পারেন বা আপনার নিজের মন খারাপ হতে পারে। আপনার মন ভিন্ন দিকে প্রবাহিত করতে গঠনমূলক কর্মকাণ্ড খুঁজে বের করুন এবং আপনার নিজের জন্য সময় বের করুন।
- অনেক লোক চিন্তামুক্ত ও ‘মনের উপর চাপ কমে যায়’ এমন ধরণের ব্যায়াম করেন যেটি তাদের আচার অনুভূতির ব্যবস্থাপনার জন্য কাজে লাগতে পারে- এটি শুরু করার ব্যাপারে অনেকগুলো পরামর্শ আপনি অনলাইনে পাবেন।
আপনি যাকে দেখাশুনা করেন তার সাথে যদি আপনি বসবাস না করেন...
- আপনি যাকে দেখাশুনা করেন তাকে ইতিবাচক থাকতে আপনি আশ্বস্ত করতে পারেন এই বলে যে বর্তমানের পরিস্থিতিটি অস্থায়ী এবং তার অনুভূতিগুলো নিয়ে আপনি তার সাথে কথা বলতে তাদেরকে উৎসাহ দিতে পারেন। এছাড়া কোভিড -১৯ এর সময় ডিমেনশিয়া থাকা লোকজনের জন্য পাঁচটি মূল বার্তা সম্বলিত আমাদের অন্য আরেকটি লিফলেটের কপি ডাউনলোড করতে পারেন এখান থেকেঃ

www.raceequalityfoundation.org.uk/health-care/covid-19-translated-materials-resources.

আপনার কাছে বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে এমন সব তথ্য পাওয়া

নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে তথ্য পাওয়া গুরুত্বপূর্ণ। আপনি বিবিসি টিভি বা রেডিও থেকে নিয়মিত হালনাগাদ তথ্য পেতে পারেন, এবং আপনি যদি কারো সাথে কথা বলতে চান তাহলে আপনি নিম্নোক্ত স্থানগুলোতে কথা বলতে পারেনঃ

- কেয়ারার্স ইউকে ০৮০৮ ৮০৮ ৭৭৭৭
- আলজেমিয়ার্স সোসাইটি ডিমেনশিয়া কানেক্ট সাপোর্ট লাইন ০৩৩৩ ১৫০ ৩৪৫৬
- ডিমেনশিয়া ইউকে এডমিরাল নার্স ডিমেনশিয়া হেল্পলাইন ০৮০০ ৮৮৮ ৬৬৭৮
- এন এইচ এস স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পরামর্শের জন্য ১১১ নম্বরে কল করুন (বা www.111.nhs.uk এ ভিজিট করুন) এছাড়া আপনি অনলাইনে থাকলে আরও অনেকগুলো নির্ভরযোগ্য ওয়েবসাইট থেকে অনেক দরকারী পরামর্শ পেতে পারেনঃ
- কেয়ারার্স ইউকে www.carersuk.org
- কেয়ারার্স ট্রাস্ট www.carers.org
- আলজেমিয়ার্স সোসাইটি www.alzheimers.org.uk
- ডিমেনশিয়া ইউকে www.dementiauk.org (ইমেইল helpline@dementiauk.org)
- এজ ইউকে www.ageuk.org.uk / এজ সিমরু www.ageuk.org.uk/cymru
- এন এইচ এস www.nhs.uk
- গভর্নমেন্ট www.gov.uk / www.gov.wales
- পাবলিক হেলথ ইংল্যান্ড www.gov.uk/government/organisations/public-health-england
- আপনার স্থানীয় কাউন্সিল
- রেস ইকুয়ালিটি ফাউন্ডেশন
www.raceequalityfoundation.org.uk/blog/better-support-for-bame-people-living-with-dementia
- কোভিড মিউচুয়াল এইড ইউকে www.covidmutualaid.org

লিফলেটগুলো সংশোধিত ও অনুবাদ করা হয়েছে প্রফেসর লিন্ডা ক্লেয়ারের অনুমতি নিয়ে। ইংরেজী ও ওয়েলস ভাষাতে মূল লিফলেটগুলো তৈরিতে অর্থায়ন করেছে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর হেলথ রিসার্চ (এন আই এইচ আর), যে প্রজেক্টটি এন্টিটার ইউনিভার্সিটি, এন আই এইচ আর ওন্ডার পিপল এন্ড ফ্রেন্ডলি রিসার্চ পলিসি ইউনিট, এবং এন আই এইচ আর অ্যাপ্রাইড রিসার্চ কোলাবোরেশন সাউথ ওয়েস্ট পেনিসিউলা কর্তৃক পরিচালিত, এর সাথে সহযোগী প্রতিষ্ঠানদের মধ্যে রয়েছে আলজেমিয়ার্স সোসাইটি, ইনোভেশন ইন ডিমেনশিয়া, ম্যানচেস্টার ইউনিভার্সিটি, ব্রাডফোর্ড ইউনিভার্সিটি এবং ক্রনেল ইউনিভার্সিটি লন্ডন। এর সাথে সংযুক্ত রয়েছে 'ইম্পর্কিত' দ্য এঞ্জেলেরিয়াম অফ ডিমেনশিয়া এন্ড ইনহ্যান্সিং একটিভ লাইফ' (আই ডি ই এ এল) প্রোগ্রাম যার অর্থায়ন করেছে ইকোনমিক এন্ড সোশ্যাল রিসার্চ কাউন্সিল এবং এন আই এইচ আর (ই এস/এল০০১৮-৫৩/২) এবং আলজেমিয়ার্স সোসাইটি সেন্টার অফ এঞ্জেলস (আই ডি ই এ এল -২, ৩৪৮, এ এস -পি আর ২ -১৬-০০১)। পূর্ণ বিস্তারিত জানার জন্য www.IDEALproject.org.uk এ দেখুন।

Bengali

